পারিয়া, পরে তোমাতে বৈদিক ও লৌকিক উভয়বিধ চেষ্টাই সমর্পণ করতঃ নিজকর্ম্মে তোমার কথাতে রুচিলক্ষণা ভক্তিলাভ করিয়া পরে তোমাতেও পরমাভক্তি লাভ করিয়া অতিসুখে তোমার সান্নিধ্যরূপ পরমাগতি লাভ করিয়া থাকে। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৯৬ ॥

এই শ্লোকটির শ্রীগোস্বামীপাদ নিজে যে ব্যাখ্যাটি করিয়াছেন, তাহারই বঙ্গানুবাদ করা যাইতেছে—

হে ভূমন! ইহলোকে পূর্ব্বে অনেক মহাত্মাগণ যোগী হইয়াও রাশি রাশি যোগসাধনে বিমল জ্ঞান লাভ করিতে না পারিয়া পরে লৌকিকী চেষ্টাও তোমাতে অর্পণ করিয়াছিলেন। সেই তোমাতে অর্পিত নিজ কর্ম্মরাশির ফলে তোমার কথাতে রুচিলক্ষণা ভক্তিলাভ করেন। তৎপরে তোমার কথাতে রুচিলক্ষণা ভক্তিলাভের ফলে তোমার সান্নিধ্যপ্রাপিকা তোমাতে রুচিলক্ষণা ভক্তিলাভ করে। সেই ভক্তিলাভের ফলেই সুখে আত্মতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীভগবত্তত্ত্ব পর্য্যন্ত অনুভব করতঃ তোমার পরম অন্তরঙ্গা গতি লাভ করিয়াছেন। এস্থানে একটু বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই আছে যে—ভগবদর্পিত কর্ম্মফলে শ্রীভগবানের কথাতে রুচি লাভ হইয়া থাকে। অর্থাৎ শ্রীভগবানে কর্ম্মার্পণ করিতে করিতে যদি সৎসঙ্গরূপ সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে, তাহা হইলেই সেই সৌভাগ্যের ফলে শ্রীহরিকথায় রুচির উদয় হইয়া থাকে। আর যদি সৎসঙ্গরূপ সৌভাগ্য লাভ করিতে না পারে, তাহা হইলে কেবলমাত্র ভগবদর্পিত কর্ম্মদ্বারাই শ্রীহরিকথায় রুচির উদয় হইতে পারে না। পুনশ্চ শ্রীহরিকথায় রুচিলাভের ফলে কথনীয় পদার্থ শ্রীহরিতে রুচিলক্ষণা ভক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে রুচিলক্ষণা ভক্তিটি নিষ্ঠাভক্তির পরের অবস্থা বলিয়া—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়াঃ।
ততোঽনর্থনিবৃত্তি স্যাৎ ততো নিষ্ঠা ততো রুচিঃ॥

ইত্যাদি বচনে বর্ণিত হইয়াছেন। একটি রুচি হইল হরিকথায়, অপর রুচিলক্ষণা ভক্তিটি শ্রীহরিতে। এস্থলে সেইরূপ ভঙ্গীতে কথাটি বলা হইয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত কথনীয় শ্রীহরিতে রুচির উদয় না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত শ্রীহরির জন্য যথার্থতঃ প্রাণে আকুলতা আসিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে শ্রীভগবৎভক্তির অন্তর্ভূর্তরূপেই জ্ঞানলাভের কথাটা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রীভগবৎভক্তির অনুষ্ঠান বিনা স্বতন্ত্ররূপে বিমল জ্ঞানলাভের কোনও সম্ভাবনা করা যাইতে পারে না। শ্রীভগবদ্গীতায় ত্রয়োদশ অধ্যায়েও এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা—